গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

ভারতবর্ষ হল বহু রত্নে শোভিত এক সমৃদ্ধিশালী দেশ। কত স্বাধীনতা সংগ্রামীর ত্যাগ, শৌর্য-ধৈর্য ও আত্মদানের কাহিনী গ্রথিত আছে এর ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতার সূর্যোদয় ঘটিয়েছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সদাই বরেণ্য এবং অমর। কিন্তু তাঁদের এই আত্মত্যাগের মর্যাদা আমরা কি সত্যিই দিতে পেরেছি? আজও কি এ দেশের নিরীহ মানুষ অসৎ ও স্বার্থান্বেষী নেতাদের হাতে নিগ্রীহিত হচ্ছেন না?

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩
অগাস্ট ২০২২

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, নাহার আলম, গোবিন্দ মোদক, রাজশ্রী দত্ত, প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম রায় এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

মৈত্রী সংখ্যা

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

মন ও বাইরের জগতের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে সাহিত্যের প্রেক্ষাপট। সাহিত্য এমন একটা ধারা, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনের সাথে জুড়ে আছে। সময়ের সাথে সাথে সাহিত্যের লেখন কৌশল, ভাবনা ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও রদবদল হবে। তবে সেই লেখার মান সত্যই উন্নত হচ্ছে না নিম্নগামী হচ্ছে, তা বিচার্য। অবশ্য লেখার মান নিঃসন্দেহে কিছুটা নির্ভর করে পাঠকের গ্রহণ যোগ্যতার ওপর। কারণ একজন লেখক যেমন তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেন নতুন সাহিত্য, ঠিক তেমনই একজন পাঠক আপন কল্পনাপ্রসূত ভাবাবেগের সাথে মিলিয়ে সেই সৃষ্ট সাহিত্যের মান নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ সাহিত্যের গতিপথ তৈরিতে লেখক এবং পাঠক দু'জনের মিলিত ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নিত্য নতুন ধারা সংযোজিত হচ্ছে বটে, তবে তাতে লেখার মান ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে – না কি তার বিপরীতটাই ঘটছে, সে বিষয়ে আমরা লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাবর্গের মূল্যবান মতামত জানতে আগ্রহী।

খুব শীঘ্রই 'গুঞ্জন'-এর পূজা সংখ্যা আসতে চলেছে। সবাইকে শারদীয়া উৎসবের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন
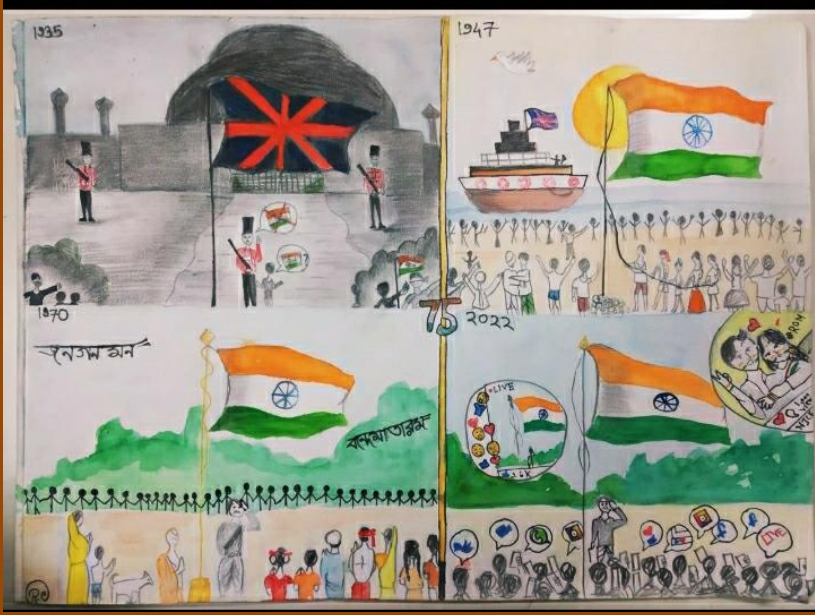
ছবির নামঃ বিবর্তন...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

মানুষ কখনোই শৃঙ্খলিত হতে চায় না, চায় স্বাধীনভাবে বাঁচতে – এমনটাই মানুষের সহজাত স্বভাব।

'ভাগ্যের সাথে বিশ্বাস' শীর্ষক বক্তৃতাটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত (১২ টায়) ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেছিলেন, "দীর্ঘদিনের দাসত্বের পর এখন সময় এসেছে শপথ নেওয়ার এবং আমাদের দেশকে সফল করার।" এই দিনে ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির কর্তৃত্ব থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল। এরপর থেকে দিবসটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিনটি সরকারি ছুটির দিন হলেও, ঐ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে, বাসা-বাড়িতে এবং অফিস-আদালতসহ নানা সংগঠনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, মিষ্টি বিতরণ ও নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। কিন্তু এই দিবস একদিন বা গুটিকয়েক জনের অবদানে হয়নি। এর পিছনে ছিল

স্মরণিকা

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমবেত গণ অসন্তোষ, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আর কয়েক শতক ধরে লাখ লাখ বীর শহিদের প্রাণের আত্মাহুতি। তা জানতে হলে স্বাধীনতা চেতনার গোড়ার ইতিহাস জানা দরকার।

ব্রিটিশ শাসনের দু'শ বছরের জেল-জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, নারী নির্যাতনের মতো বীভৎসতা পেরিয়ে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিক ক্ষমতার বলে নিজেদের জায়গা পাকাপোক্ত করে। ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। জন্ম নেয় জনমনে বিরক্তি, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ। স্বাধীকার আদায়ের দ্রোহে ফুঁসে ওঠে সারা ভারতবাসী। শুরু হয় সাধারণ মানুষ থেকে, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ সকলের একযোগে অহিংস আন্দোলন। চলে কারাবাস, মৃত্যুদণ্ড, জেল, ফাঁসি। তবুও স্বাধীনতাকামী দামালেরা দমবার নয়। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কিছু 'অকাল্ট' সদস্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, মনমোহন ঘোষ, দিনশ এদুলজি ওয়াচা, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ নেতাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল 'কংগ্রেস' এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনের পর কংগ্রেস দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে থেকেই নেহেরু-গান্ধী পরিবারটি এই দলের মুখ্য ভূমিকায় আছে।

১৯২০ সাল থেকে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর, মতো জাঁদরেল নেতারা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ গণ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যা পরবর্তীতে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে ঘিরে – সারা ভারতবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনে একমত পোষণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে সশস্ত্র সংগ্রামী সংগঠন গঠন করেন সুভাষচন্দ্র। জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

অন্যদিকে সংগ্রামী নেতা বীরাপাণ্ড্য কাট্টাবোম্মান কর দানে অসম্মত হতে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এভাবে গোটা ভারত জুড়ে দ্রোহী আন্দোলন হিসেবে নানারকম বিপ্লবী কার্যক্রম চলতেই থাকে। ১৯৩০ এর নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের পাশাপাশি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামের মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলেরও উত্থান হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষণাপত্র বা 'ভারতের

স্বাধীনতার' ঘোষণাপত্র গৃহীত হবার মাধ্যমে ১৯২৯ সালের ২৬ জানুয়ারিকে 'স্বাধীনতা দিবস' ঘোষণা করে। কংগ্রেস ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আহ্বান জানায়। '৩০ থেকে '৪৬ সাল অব্দি কংগ্রেস ২৬ জানুয়ারিতে স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছিল।

'৪৬ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সরকারি অর্থভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছিলো। অনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্রিটিশ সরকারের নাজেহাল অবস্থা। বোম্বাই ও করাচিতে ১৯৪৬ সালে নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে।

দেশের এমন অস্থিতিশীল অবস্থায় পরাজয়ের আশংকায় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অনুমোদন করা হবে।

কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতের নব নিযুক্ত লর্ড মাউন্টব্যাটেন তারিখটি সাত মাস এগিয়ে ১৫ আগস্ট নির্ধারণ করেন। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ছিলো তুঙ্গে। এ বিষয়ে সুদিন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নবনব' গ্রন্থে বলেছিলেন, '১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট আমাদের কেবল সুখের দিন নয়, শোকেরও দিন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সেদিন থেকেই রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠা দিলাম।' তাতে প্রায় আড়াই থেকে পাঁচ লাখ লোক নিহত হয়। '৪৭ এর ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ভারতকে অধিরাজ্য রাষ্ট্রের মর্যাদায় 'ব্রিটিশ ভারত ও

পাকিস্তান' নামে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর হয় '৪৭ এর ১৪ আগস্টে।

বীর সংগ্রামী ও শহিদের দীর্ঘ তালিকায় ছিলেন অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র কানুনগো, ক্ষুদিরাম বোস, ময়না কুমারী, আবুল কালাম আজাদ, অরুণা আসাফ আলি, অ্যানি বেসান্ত, রামপ্রসাদ বিসমিল, হেমু কালানি, আব্দুল মজিদ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, নেতা আহামাদুল্লাহ, অরবিন্দ ঘোষ, মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি, সুভাষচন্দ্র বসু, অতুলচন্দ্র ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম, অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, হুসাইন আহমদ মাদানি, মাতঙ্গিনী হাজরা, মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, শহীদ উধম সিং, বেগম হজরত মহল, ফুলো মুরমু, শিবরাম রাজগুরু, মঙ্গল পাণ্ডে, লক্ষ্মী বাঈ, মাওলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি, পীর আলি খান, তিরুপুর কুমারুণ, বীরসা মুণ্ডা, হাফেজ নিশার আলি, চন্দ্রশেখর আজাদ, মারুথু পাণ্ডিয়ার এবং আরও অনেকে। এনাদের সমূহ আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত অভিভাষণটির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয়া দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় সেদিন তিনি তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যা জাতীয় গণমাধ্যম আকাশবাণীর সাহায্যে সারা ভারতে সম্প্রচার করা হয়।

স্মরণিকা

লাখো বীরের আত্মদানে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে এসেও স্বাধীন ভারত প্রজাতন্ত্রের, গণতন্ত্রের এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল সাফল্যে মহীয়ান।

’৪৭ এর ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে জওহরলাল নেহেরুর বলা কথার সাফল্য অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল, ‘বহু বছর আগে আমরা ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলাম, এখন সময় এসেছে যখন আমরা আমাদের অঙ্গীকার থেকে মুক্ত হব। সম্পূর্ণভাবে না হলেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। আজ রাত ১২ টায় যখন পুরো বিশ্ব ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ভারত একটি স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যে নতুন সূচনা করবে।’

এই স্বাধীনতা ব্রিটিশ রাজশক্তির দয়া-দাক্ষিণ্যে পাওয়া নয়, বরং লাখো লাখো দুঃসাহসী অদম্য বীর শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। আজকের ভারতীয় প্রজন্ম যেন কখনই সে কথা ভুলে না যায়। ■

‘গুঞ্জন’-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

সেপ্টেম্বর ২০২২ – পূজা সংখ্যা
অক্টোবর ২০২২ – দীপাবলি সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২ – মিশ্র সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২ – অণু সংখ্যা

বি. দ্র.: বিশেষ কারণে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হতেও পারে...

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

আমি আর বৃষ্টি

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

হঠাৎ বৃষ্টিকে পেলাম মাঝরাস্তায়...
কি দুষ্টু ও!
যখন ডাকি কাছে আসেনা।
আর দেখো,
কেমন নির্লজ্জের মত আজ
আমার টেকো-মাথায়
হঠাৎ তবলা বাজিয়ে চলে যায়...

ছোঁয়াচে স্বপ্নের ভীড় থেকে দূরে
কতদিন আগেইতো
নিজেকে নিয়েছি গড়ে
সুশীতল ছায়াহীন
উষ্ণ মরুসম
পৃথিবীর পথিক করে।

আজকাল আমি আর ওর বাচালতা
পারিনা মেনে নিতে।
যখন সময় ছিল,
অনেক লুকোচুরি খেলেছি ওর সাথে,
লিখেছি কবিতা···
এখন বিবর্ণ মনে শুধুই উদাসীনতা।। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

শিব দুহিতা নর্মদা

সপ্তম পর্যায় (১)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

"আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া,বর্ষা আসে বসন্ত।।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখন এই অবস্থাই হয়েছে আমাদের। ২৫শে অগাস্ট রাত দশটায় বোম্বে মেলে চেপে পঁচিশ ঘণ্টা পর ২৬ তারিখ রাত এগারোটা পনেরো মিনিটে হারদা স্টেশনে নামলাম। অপরিচিত জায়গা তাই প্রতিক্ষালয়েই রাত্রিবাস। কিছুক্ষণ ঘুমের অভিনয় করে মশাদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়লাম।

ভোর পাঁচটা কুড়ি মিনিটের বাস ধরে হাণ্ডিয়া। বৃষ্টি পড়ছে। এখন নদীর অন্য রূপ। পুজো পাঠ শেষ করে ঋদ্ধিনাথের স্তব করে পরিক্রমার পথে নেমে পড়েছি। আজ ২৭শে অগাস্ট রবিবার। সকাল সাতটা। দু'ধারে পাহাড় সাথে জঙ্গল। তবে সবই বনৌষধী গাছ। পঁচিশ হেক্টর জমিতে এই গাছ লাগানো হয়েছে ফলকে লেখা আছে দেখলাম। মাঝখান দিয়ে কখনো ভাঙা কখনো ভালো রাস্তা। কথা বলতে বলতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যে দশ কিলোমিটার পথ চলে এসেছি বুঝতে পারিনি। মাংরোল গ্রাম — এখানে

নমামি দেবী নর্মদে

সূর্যদেবের দর্শন পেলাম স্বমহিমায়। একে একে ফেলে এসেছি রাতাতলাই, মারদানা। পাঁচল গ্রামে দুপুর একটায় হনুমান মন্দিরে সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছি। একটি ছেলে তাদের দুপুরের রুটি আমাদের মুখে তুলে দিল। এরা পরিক্রমাকারীদের এতো শ্রদ্ধা করে যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাই মায়ের কৃপা এরা না পেলে আর কারা পাবে! কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার হাঁটা শুরু করলাম। তবে ভুল পথে। ফলে পনেরো কিলোমিটার পথ বেশি রাস্তা হাঁটতে হল। ডোমলিঘাট, কাঠবেড়ির পাশ দিয়ে চাষের জমির উপর দিয়ে এলাম পাচাতলাই গ্রামে। তখন সন্ধ্যে ছ'টা। আমার সমস্ত শক্তি শেষ। অশোকদাসজীর অবস্থাও আমারই মতো। কাকাজী দেখলাম প্রত্যেকবারের মতো চনমনে। দুই কিলোমিটার দূরে বাবর গ্রাম। ইচ্ছা ছিল ওখানেই রাত্রিবাস করব। কিন্তু তা আর হলনা। গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা ভোলার নয়।

এখানে আজনল নদী নর্মদাতে মিলিত হয়েছে। ২৮শে অগাস্ট সোমবার। ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়েছি। রাত্রে খুব বৃষ্টি হওয়ার জন্য মাটির রাস্তাকে আর রাস্তা বলে মনে হচ্ছে না। আমরা এলাম বাবর গ্রামে। এখানে কপিলেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। শুনলাম কোনো এক সময় মোঘল সম্রাট বাবর এখানে তাঁবু ফেলে ছিলেন। সেই থেকেই গ্রামের এই নাম। প্রায় দশ কিলোমিটার শুধু মাঠ আর জঙ্গল পেরিয়ে এলাম। কোনো গ্রাম সেভাবে চোখে

পড়েনি। এখানে কালিমাচাক নামে একটি ছোটো নদী নর্মদার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে। নদীতে একটি ছোটো ডিঙি সমেত একজন কম বয়সী মাঝিকে দেখলাম। আমাদের নদী পাড় করে দিল সে। কিন্তু কোনো পয়সা নিতে চাইল না। প্রায় জোর করেই ওর পকেটে চল্লিশ টাকা ঢুকিয়ে দিলাম। এলাম দেবপুরা গ্রামে। পাশের দোকান থেকে চা-খাওয়ার অনুরোধ এল। একটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের বসিয়ে আরতি করল।

একে একে পেরিয়ে এলাম অনেকগুলি ছোটো বড়ো গ্রাম। সব নাম মনে নেই। তার মধ্যে মান্যভোজ, চারুলী পেরিয়ে দুপুর একটার সময় এলাম খিরছিয়া গ্রামে। একটি বাড়ির বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছি। এবারে দিব্যানন্দজীর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম – সহ্য ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। উনি গৃহস্বামীকে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করতে বললেন। সেটা আমার খুবই অপছন্দ।

দুপুর দুটো। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। মাঝে মাঝে গাছ তলায় বা মন্দিরে বিশ্রাম নিচ্ছি। যাতে দিব্যানন্দজী কোনো বাড়িতে সাহায্য না চেয়ে বসেন। সময়ের সাথে সাথে রাস্তাও কমছে। কিন্তু আমাদের তো সেভাবে কোনো লক্ষ্য নেই। শুধু মাইল ফলকের সংখ্যাই কমছে এইটুকু দেখতে পাচ্ছি।

বিকালে এলাম ক্ষিরকিয়া গ্রামে। বেলা আছে তাই যতটুকু এগিয়ে যাওয়া যায়। আরো পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে

নমামি দেবী নর্মদে

সন্ধ্যের মুখে পোখরনী গ্রামে এলাম। গনেশ মন্দিরে রাত্রিবাস। মন্দিরের পূজারী আমাদের কথা শুনে বললেন তাঁর গুরুজীও বাঙালী। তাই উনি কিছুটা বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন। একটু পরেই শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। আজ ২৯শে অগাস্ট মঙ্গলবার ভোর ছ'টায় রাস্তায় নেমে পরেছি। এখন আর কাঁচা রাস্তা নয় জাতীয় সড়ক। ইন্দোর যাবার রাস্তা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই উঁচু দিয়ে হেঁটে চলেছি। রাস্তার দু-পাশে গ্রামগুলি অনেক নীচে অনেক দূরে। অনেকটা মেঘের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি মনে হচ্ছে।

কংস ছিল বলেই কৃষ্ণের এতো মহিমা প্রকাশ পায়। রাবণ না থাকলে রামের কীর্তি কেউ জানতো না। রাত্রি আছে বলেই দিনের আলোকে এতো ভালো লাগে। কিছু কটুভাষী মানুষজন আমাদের পরিক্রমা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছে শুনতে পাচ্ছি। তারপর এখন চতুর্মাস্যা চলছে। তার উপর মছলিখোর বাঙালীদের কতোটা নর্মদা পরিক্রমার অধিকার আছে তা নিয়েও ওরা রীতি মতো গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। এদের করুণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তাই 'নর্মদে হর' বলে এগিয়ে চলেছি।

"শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু
হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রানে তোমার

পরশ খানি দিয়ো...”

সেই জীয়ন কাঠির পরশেই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য পরশ ও অনুভব করছি।

এক স্বঘোষিত যোগীরাজের সাথে সাক্ষাৎ হল। উনি সাধারনত বাঙালীদের দীক্ষা দেন না। কারণ তারা মাছ খায়। আমি জানতে চাইলাম আপনি শ্যামাচরণ লাহিড়ির নাম শুনেছেন? উনি বললেন, “না ঐ নামে ওনার কোনো শিষ্য নেই। তবে যদি কোনো বাঙালী ওঁর কাছে দীক্ষা নিতে চায়, মাছ ছাড়তে হবে। আর ওঁর কাছে কিছু দিন থাকতে হবে।” এই কথা শুনে কাকাজী আর অশোক দাসজী অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। আমার তড়িতাহতের মতো অবস্থা। ঘোর কাটলে ওনাকে নমস্কার না করেই উঠে পড়লাম। এখানে কোনো মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

বাক সংযম এবং কামনা বাসনা ত্যাগ করাই যে নিরামিষ ভোজন, এই কথাটা এখানকার অনেক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর উপলব্ধি হয়নি। রাস্তা ভালো তাই চলতে কষ্ট হচ্ছে না। ছোটো বড়ো অনেক গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যে বেলায় এলাম নয়ামাসুদ গ্রামে। অর্ধনির্মীত একটি দুর্গা মন্দিরে আসন পাতলাম। গ্রামের কিছু মানুষ আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিল।

“নর্মদে হর”

...ক্রমশ ■

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ কাঁচা মাটির গণপতি...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

ওগো স্বাধীনতা

গোবিন্দ মোদক

স্বাধীনতা কথাটিতে জড়িয়ে আছে
অনেক ইতিহাস,
অনেক বঞ্চনা আর সহনশীলতার গল্প।
স্বাধীনতা শব্দটিতে লেগে আছে
অনেক রক্ত, ঘাম আর সংগ্রাম;
জেগে আছে বহতা নদীর মতো
এক বিপন্ন বিস্ময়,
যা শুধু ব্যথিত করে যুগ যুগ ধরে;
শোষণ আর শাসনের কড়া চাবুক
নির্দয় অত্যাচারের নীলকুঠি হয়ে
সাক্ষী দেয় নির্মমতার,
যেখানে একদা বণিকের মানদণ্ড
দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ড রূপে !
এরপর অনেক ত্যাগ, লড়াই আর রক্তদান
যা সঞ্জীবিত করে স্বাধীনতা শব্দটিকে
তারপর একরাশ মুক্তি স্বরূপা স্বাধীনতা
আর সমগ্র আকাশ জুড়ে
ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার পত্ পত্ ওড়া।

জয়গান

অতঃপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে যায়
অনেক জল...
কালের প্রবাহে ফিকে হয়ে আসে
পরাধীনতার দুঃখ-যন্ত্রণা
আর অত্যাচারের দাগ,
বিপ্লবীদের ফটোতে ধুলো জমে,
দেশপ্রেমিকের আবক্ষ মূর্তি কলুষিত হয়
স্বাধীন দেশের নাগরিকের
কাঁচা হাতের অক্ষরে লেখা অশ্লীল শব্দে
ওগো স্বাধীনতা !
অভিধানে তোমার নামের বানানের বুঝি
অনিবার্য রকমফের ঘটেছে এবার। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

সিমলায় সমাধান

অরিন্দম রায়

‘আরে শুধু টাইম পাশ।’ অভি ওর বন্ধু জয় কে বলেছিল। সেদিনের টাইম পাশ যে কবে পিউ আর অভিকে সময়ের পাশে আবদ্ধ করেছে ওরা টেরও পায়নি।

সেই দশ বছর আগে সিমলা ঘুরতে গিয়ে দুজনের পরিচয়, তারপর যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ বাধ সাধল দু’বছর আগে হয়ে যাওয়া মহামারী। অভির চাকরি চলে গেল। সে গ্রামের বাড়িতে চলে এল। কিছুদিন ভালোই কাটল, আর তার পরই শুরু হল কাজ না থাকার ব্যারাম যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে ‘ডিপ্রেসন’।

সেল ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পিউ-এর নম্বরটা সামনে চলে এল। দোনামনা করে একবার ফোন করেই ফেলল অভি।

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, ‘হ্যালো, কে বলছেন?’

‘অভি?’

‘ঠিক চিনতে পারলাম না তো? ও হ্যাঁ হ্যাঁ অভি, মনে পড়েছে, সেই সিমলায় দেখা, তা এতদিন পর মনে পড়ল! কেমন আছেন বলুন?’

অভি প্রথম থেকেই খুব স্পষ্ট বক্তা, সে বলল, ‘হ্যাঁ ইএ মানে লকডাউনে কাজ নেই, তাই ফোন খুঁজে সবার সাথে কথা

বলছি। হঠাৎ আপনার নম্বরটা পেলাম তাই আর কি? বলুন কেমন আছেন? আপনার হাসব্যান্ড, ছেলে, মা সব ভালো তো?’

পিউ কিছুক্ষণ চুপ, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, চোখের কোণে জল, বুকে একটু চাপ বোধ করল সে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আমার জীবনে মশাই ন’বছর আগেই মহামারী লেগেছিল। সিমলা থেকে ফিরে বুঝলাম সঠিক বাড়িতে আসিনি। ভেবেছিলাম স্বামী বয়সে এত বড় অভিভাবকের মতো আমার খেয়াল রাখবে। না, টের পেলাম সে একজন চরিত্রহীন মাতাল, পরিবারেরই এক মহিলার সাথে তার, বহু দিনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক। আমাকে বিয়ে করেছিল শুধু টাকার জন্য। তাও চেষ্টা করেছিলাম শুধু আমার ছেলেটার মুখ দেখে, পারলাম না জানেন... বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম... তারপর থেকে দাদা আর মায়ের কাছে, যদিও তাদের কাছে ভালোই আছি, ছেলেও বড় হয়েছে স্কুলে পড়ছে। এই আর কি...’

অভি, ভেবে পেলনা নিজের কথা বলবে না ওকে সান্ত্বনা দেবে। সেই থেকে আজ দু’বছর ওদের ফোনে যোগাযোগ। ওরা দুজনে আজ পরস্পরের মানসিক অবলম্বন। অভি এখন সিমলায় এক হোটেলের ম্যানেজার। পিউ আজ খুব সেজেছে, ছেলেকে রেডি করে, কালকা মেলের টিকিটটা আর একবার দেখে ব্যাগটায় ঢুকিয়ে রাখল। অভি বলেছে সে নিজে স্টেশনে নিতে আসবে। দশ বছর আগের পরিচয় আজ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, ঠিকানাটা শুধু এক, সিমলা। ■

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ চলন্তিকা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ মায়ের পরশ...

চিত্রগ্রাহকঃ সোহম মন্ডল ✧ বয়সঃ ১৮ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান চিত্রগ্রাহকের ছবিটি কেমন লাগল...

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন'-এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গভীর গোপন

প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

তারপরের দিন তারা মানালি এসে পৌঁছাল। মানালির নয়নভোলা রূপসৌন্দর্য তাদেরকে মুগ্ধ করে দিল। চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত নীল আকাশ, চড়া রোদ আর ঠান্ডা হাওয়ায় মন-প্রাণ ভরে গেল। মানালির ম্যাল খুব প্রসিদ্ধ। প্রচুর হোটেল-রেস্ট্রুরেন্ট আর হরেক রকম দোকানে ভর্তি। ম্যালের ওপরে বেশ জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছে। বেশ কিছু বাঙালি এই পূজার মধ্যে ইনভলভড আছেন, তাই এখানের পুজোয় একটু চাকচিক্য বেশি। আজ দুর্গাষ্টমী। ভালোই হয়েছে, সকালবেলা ওরা স্নান করে বেড়িয়েছে তাই দুজনে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিল। সুবর্ণরেখার মুখ কিন্তু সেই গম্ভীর। প্রসাদ খেয়ে, ব্রেক-ফাস্ট সেরে তারা গোটা ম্যালটা ঘুরে দেখলো, আর টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে করতে ঘড়িতে প্রায় একটা বেজে গেল। তাই তারা ভালো একটা হোটেলে লাঞ্চ করে যখন গেস্ট হাউসে পৌঁছালো তখন প্রায় তিনটে বাজে। নীলোৎপল বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মোবাইলটা বেজে উঠল।

"হ্যাঁ মা বলো, তোমরা কেমন আছো, আর সব খবর

কি?" সুবর্ণরেখা একদৃষ্টিতে নীলোৎপলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে নীলোৎপলের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে, আর তার চোখ দুটি প্রায় বিস্ফারিত।

'হ্যাঁ রাখো মা, আমি যত তাড়াতড়ি পারি বাড়ি ফিরছি।'

ফোনটা ছেড়ে দেবার পর উৎকণ্ঠার সঙ্গে সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?

নীলু বললো, 'সতীশদাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। সতীশদা এখন থানার লকআপে। তার বিরুদ্ধে কণিকাদেবীকে খুনের অভিযোগ আছে। বাবা খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ নন বেলেবেল ধারায় অ্যারেস্ট করেছে, কালকে কোর্টে চালান করবে। যা করবার কোর্ট থেকেই করতে হবে। কিন্তু কালকেই আমাদের বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করতে হবে।'

সুবর্ণরেখার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। নীলোৎপল তাড়াতাড়ি তাকে ধরে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। একগ্লাস জল এগিয়ে দিল। জল খেয়ে সুবর্ণ খানিকটা ধাতস্থ হল। কিন্তু তারা এতটুকুও বুঝতে পারেনি যে তাদের জন্য আর কি কি বিপদ অপেক্ষা করছে। খানিকক্ষণ পর হোটেলের ম্যানেজার দরজায় টোকা মারল। নীলু দরজা খুলে তাকাতেই ম্যানেজার বললেন, মানালি থানা থেকে একজন কনস্টেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নীলোৎপল তাড়াতাড়ি করে রিসেপশনে গিয়ে

দেখল একজন উর্দিধারী কনস্টেবল বসে আছে। নমস্কার করে কনস্টেবলটি শুধালেন, ‘সুবর্ণরেখা চ্যাটার্জী কে আছেন?’ ততক্ষনে সুবর্ণরেখা নীলুর পিছন পিছন এসে দাঁড়িয়েছে। নীলোৎপল বললো, 'কেন আমার স্ত্রী।'

কনস্টেবলটি একটা চিঠি বার করে নীলোৎপলের হাতে দিয়ে বললেন, 'কালকে সকাল ১০ টার সময় সুবর্ণরেখা দেবীকে থানার বড়বাবু দেখা করতে বলেছেন, এই নিন সেই সম্বন্ধীয় চিঠি।'

পিছনে সুবর্ণ ঠকঠক করে কাঁপছে। নীলোৎপল চিঠি খুলে দেখে যে লালবাজার থেকে নির্দেশ এসেছে যে মানালি থানা যেন সুবর্ণরেখা চ্যাটার্জীকে ইন্টারোগেট করে। কণিকা আত্মহত্যা মামলায় তিনিও সন্দেহের উর্দ্ধে নন। সতীশ চ্যাটার্জীকে জেরা করার সময় উনি সুবর্ণর নাম উল্লেখ করেছেন, আর ইন্টারোগেট হয়ে যাবার পর অবিলম্বে ওনাকে যেন কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। নীলোৎপল প্রায় বাক্যরহিত হয়ে গেল।

সাইন করে চিঠিটা নিয়ে, নীলোৎপল বলল, 'ঠিক আছে চলে যাব।' ঘরে ফিরে একটা কথাই সে বলল, 'আমি খালি বুঝতে পারছি না সতীশদা তোমার নাম কেন উল্লেখ করল, আর এই ব্যাপারটার মধ্যে তোমার ইনভলভমেন্ট কতটা আছে'। সুবর্ণরেখা দেখলো তাকে এবার স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হবে। মনের দৃঢ়তা এনে সে বললো, 'আমি

কি জানি, আমার কোন ইনভলভমেন্ট নেই, দেখি না থানা কি বলে!' নীলোৎপলের মনের কোনে আশংকার কালো মেঘ জমতে লাগল।

পরের দিন ঠিক দশটায় সুবর্ণরেখাকে নিয়ে নীলোৎপল মানালি থানায় উপস্থিত হল। ঠিক সময়ে সুবর্ণকে ও-সির-চেম্বারে ডাকা হলো, কিন্তু নীলোৎপলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হলো, যদি দরকার হয়, তবে তাকে ডাকা হবে। থানায় আসা সুবর্ণর এই প্রথম, তার উপর এইরকম একটা মারাত্মক অভিযোগ. প্রথামাফিক প্রথমে নাম, নিবাস জিজ্ঞাসা করা হল।

অফিসার সুবর্ণকে জিজ্ঞাসা করলো 'আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কণিকা নামে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, যদিও পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনো আসেনি।" সুবর্ণ ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'হু' 'আচ্ছা সতীশ চ্যাটার্জী আপনার কে হন?'

'আমার ভাসুর।'

'তার সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়।'

'আমার হ্যাজবেন্ডের বিয়ের পর থে...'

'কণিকা ম্যাডামকে আপনি চেনেন?

'হ্যাঁ চিনি।'

'তার সঙ্গে আলাপ আছে, মানে তার সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ আছে?'

জটিলতা

'না, মানে সতীশদা একদিন নিয়ে এসে আলাপ করে দিয়েছিল। তারপর মাঝে একবার দেখা ও কথা হয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল না।'

'কণিকা সতীশদার কে হন?'

আজ্ঞে শুনেছি, ওর সঙ্গে সতীশদার ভালোবাসা ছিল, বিয়ে হবে শুনেছিলাম।'

'আপনি কি জানেন সতীশ চ্যাটার্জী অ্যারেস্ট হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আজকে শুনেছি।'

'আপনি কি জানেন বালিগঞ্জ পি-এসে- সতীশবাবুকে ইন্টারোগেট করার সময় তিনি আপনার নাম উল্লেখ করেছেন?

'না জানিনা।'

'আপনি কি এটাও জানেন না যে কণিকা দেবীর বাবা-মা পুলিশের কাছে তাঁকে হত্যার অভিযোগ করেছেন?'

সুবর্ণরেখা একটু কেঁপে উঠে জবাব দিল, 'জানি না।'

এবার অফিসার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ঘটনার দিন আপনি ও সতীশবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তা আপনি কোথায় গিয়েছিলেন।'

'শান্তিনিকেতনে আমাদের ব্যাঙ্কের একটা কনফারেন্স ছিল। সেটা আমি এটেন্ড করতে গিয়েছিলাম।'

'কখন ফিরেছিলেন?'

'তারপরের দিন ১২ টা নাগাদ।'

জটিলতা

'আচ্ছা, সতীশবাবু কোথায় গিয়েছিলেন আপনি জানতেন কি?'

'না।'

'আচ্ছা সেদিন সতীশবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা বা কথা হয়েছিল কি?'

'না দেখা হয়নি, টেলিফোনে কথা হয়েছিল।'

অফিসার বললেন, 'আপনার নামে নতুন করে FIR হয়েছে। আপনাকে কালকে কলকাতা ফিরতেই হবে।'

'কেন?'

'সেটা বাড়ি গেলেই জানতে পারবেন।'

'কালকে তৎকালের টিকিটের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরুন।'

'আপনার স্বামীকে ডেকে দিন।'

সুবর্ণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

নীলোৎপল অফিসারের ঘরে ঢুকতেই অফিসার বললেন, 'কাল পরশু আপনাকে কলকাতা ফিরতে হবে। যদি তৎকালের টিকিট পান তো ভালো, নাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন, আমরা টিকিটের ব্যবস্থা করব।

জানেন তো আপনার স্ত্রীর নামে বালিগঞ্জ থানায় FIR lodge করা হয়েছে। আপনার বাড়িতেও চিঠি ও পুলিশ গিয়েছিল। কলকাতায় পৌঁছেই আপনার স্ত্রীকে থানায় যেতে বলবেন। যদি উনি না যান তাহলে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করে ওনাকে বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।' নীলোৎপলের মতো সাহসী ছেলেও ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

জটিলতা

'এখন আপনারা বাড়ি যান, হোটেল ছেড়ে কোথাও বেড়োবেন না। পুলিশ কিন্তু নজর রাখছে। টিকিটের ব্যাপারে থানায় যোগাযোগ করবেন বা থানায় আসবেন' নীলোৎপল টলতে টলতে থানা থেকে সুবর্ণকে নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এল। জীবনে এইরকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তাকে যে পড়তে হবে, স্বপ্নেও সে কল্পনা করতে পারেনি। রাগে, দুঃখে, অপমানে তার চিন্তাশক্তি কোন কাজ করলো না। সে এখন কি করবে? শুধু এইটুকুই সে বুঝতে পারলো যে তার স্ত্রী এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাই সে এখানে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু পাপ বাপকেও ছাড়ে না।

সুবর্ণকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, তার দিক থেকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার এতটুকুও খামতি নেই, কিন্তু সুবর্ণ কি করে এইরকম একটা পাপাচারে জড়িয়ে পড়লো সেটা সে কিছুতেই বুঝতে পারলো না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলো যে কণিকা আত্মহত্যা করেনি, তাকে খুন করা হয়েছে আর এই ঘটনার সঙ্গে তার স্ত্রী involved, কিন্তু কতটা সেটা বুঝে উঠতে পারলো না। এক ভয়ানক যন্ত্রনা নিয়ে সে ছটফট করতে লাগল। ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এই রহস্যের কোন কিনারা হবে না। একমাত্র বাবা হয়তো কিছু করলেও করতে পারেন, কিন্তু বাবা বরাবরই ন্যায় ও সত্যের পূজারী। কোন মিথ্যা বা অন্যায়ের সঙ্গে কোনদিন আপোষ করেননি, করবেনও না।

...ক্রমশ ■

জ্যোৎস্না রাতে

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

অগ্নি আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত। মিষ্টি আনা, ঘরদোর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সব কাজ সে একা হাতে সামলাচ্ছে। অগ্নির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পৃথাকে আজ পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। পৃথাদের বাড়িতেই অগ্নি তার দাদুর সাথে ভাড়া থাকে। সে এই বাড়ির ছেলের মতোই।

বিকালে পাত্রপক্ষ এলো। বেশ খাতির আপ্যায়ন শুরু হল। পৃথাও খুব সুন্দর করে সেজেছে। পাত্রপক্ষ চুলচেরা পরীক্ষার সাথে শিক্ষিতা পৃথার হাতের লেখা পরীক্ষা করার জন্য একটা পেন আর খাতা তার হাতে ধরিয়ে দিল। সবাই পাত্র পক্ষের আবদারকে সমর্থন করলেও, পৃথার চোখের কোণে ফুটে ওঠা এ অপমানের চিহ্ন, অগ্নির নজর এড়ায় না। সে ছুটে গিয়ে পৃথার হাত থেকে কাগজ আর পেনটা কেড়ে নিয়ে টেবিলে রেখে, তাকে সেখান থেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ছাদে চলে যায়।

প্রতিবাদ

বাকশক্তিহারা অগ্নি পৃথার চোখের জল মুছে দিয়ে, তাকে নিজের বুকের মাঝে টেনে নেয়। ওদের দুজনের ওপর তখন জ্যোৎস্না রাতের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে সেই নিভৃত ক্ষণে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই অগাস্ট, ২০২২